যায়যায়দিন
১ মার্চ ২০১০ সোমবার

দারিদ্র্য বিমোচন এবং নারী-শিশুর উন্নয়ন

ড. এম আজিজুর রহমান

'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর'- অথচ সৃষ্টির উপযোগ বা সুখ ও ভোগ অর্জনে নারী ও পুরুষ সমান নয়। দারিদ্র্যপীড়িত জগতে পুরুষদের তুলনায় প্রাকৃতিক ও বৈষম্যগত কারণে নারী ও তদসংশ্লিষ্ট শিশু বেশি দরিদ্র। নারী, বৈষম্য ও দারিদ্র্য শব্দগুলোর প্রায় সহাবস্থান। উন্নয়ন, নারী ক্ষমতায়ন ও মূল্যায়ন, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয়ভাবে নারী প্রতিকূল পরিবেশ ও প্রতিবন্ধকতা, নারী শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নের অভাব, বৈষম্য ও দারিদ্র্যপীড়িত নারীদের মুক্তি এবং নারী ও মানবাধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা অত্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

বিশ্বের প্রকৃতি ও ভারসাম্য সৃষ্টি মন্ত্রের কারণে নারী ও পুরুষের সংখ্যা সমানে সমান। আগেই বলা হয়েছে, দারিদ্র্যপীড়িত জগতে নারী ও শিশুর সংখ্যা অসামঞ্জস্যহীনভাবে বেশি। অপ্রত্যাশিতভাবে নারীরা বেশি দারিদ্র্যের শিকার। নারী ও শিশু উপার্জনহীন হওয়ার কারণেই তাদের এ দারিদ্র্য। তারা দারিদ্র্যপীড়িত পরিবেশে বসবাস করে যেখানে পয়ঃনিষ্কাশন এবং নিরাপদ পানির অভাব। এক বা দুটি ঘরে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বেশিসংখ্যক লোকজন ঘুমায় ও রাত কাটায়। সাধারণত অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক চাহিদাগুলো তারা পূরণ করতে পারে না। যা পারে তাও নিম্নমানের। সুষম খাদ্য, পুষ্টির অভাব, হাসপাতাল ও চিকিৎসাসেবা এমন কিছু তাদের কপালে জোটে না বললেই চলে। শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির অভাবে তারা উৎপাদনশীল কোনো কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না। আবার আর্থিক মূলধনের অভাবে অনানুষ্ঠানিকভাবে হলেও স্বল্প উৎপাদনশীল কোনো ব্যবসায়-বাণিজ্য বা সংশ্লিষ্ট সৃষ্টির কথা তারা ভাবতে পারে না। নারী দারিদ্র্য বলতে পরোক্ষভাবে আমরা নারী ও শিশু দারিদ্র্য বুঝে থাকি। দরিদ্র নারী বলতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা মহিলা যারা সাধারণত ভূমিহীন হয়। পিতৃহীন শিশু, মেয়ে ও ছেলে এসব ভূমিহীন দরিদ্র নারীর সঙ্গেই থাকে। নারী দারিদ্র্যের কারণগুলো উন্নয়নশীল বা দারিদ্র্যপীড়িত বিশ্বে প্রায় একই ধরনের। প্রকৃতির নিয়মে শারীরিকভাবে নারীরা দুর্বল। শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন এবং চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য সুবিধা অর্জন ও নেতৃত্ব প্রদানে সামাজিকভাবেই নারীদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করা হয়। পুরুষদের তুলনায় নারীদের উপার্জন ক্ষমতা কম। পুরুষদের উপার্জন ক্ষমতা ভালো থাকলেও তার ওপর নারীদের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না। ধর্মীয় কুসংস্কার এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকায় আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে বা সরকারি চাকরিতে নারীদের অনুপ্রবেশে অনেক বাধা। আবার আর্থিক মূলধন ও সঙ্গতির অভাবে নারীরা স্বাধীনভাবে কোনো ব্যবসায়-বাণিজ্য করার কথা ভাবতে পারে না। সবকিছু মিলিয়ে নারীদের সামাজিক নিরাপত্তা উন্নয়নশীল দেশে ও বাংলাদেশে নেই বললেই চলে। অর্থাৎ নারীবিমুখ এ সমস্যাগুলো সব দেশে থাকলেও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বেশি। এসব দেশে উন্মুক্ত বাজার, উন্মুক্ত অর্থনীতি থাকলেও উন্মুক্ত সংস্কৃতির অভাব। সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় পরিবেশের কুসংস্কারের কারণে নারীরা পদে পদে বাধাগ্রস্ত হয়। এ পরিস্থিতি আরো দুর্বিষহ হয় বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, সিলেট এবং নোয়াখালীর মতো এলাকায়। আবার শিক্ষা, চাকরি, আর্থিক সঙ্গতি এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের অভাবে মহিলারা তেমন কিছু করতে পারে না বরং আরো বিপদে পড়ে। উন্নত দেশগুলোর তুলনায় উন্নয়নশীল দেশগুলোতে নারীপ্রধান পরিবারগুলো আরো গরিব বা দারিদ্র্যপীড়িত। অনেকের মতে, নারীপ্রধান পরিবার গড়পড়তা সবচেয়ে গরিব। এসব নারীপ্রধান পরিবারে উপার্জনক্ষম পুরুষ ব্যক্তি অনুপস্থিত। নারীরাই একমাত্র অভিভাবক। আগেই বলা হয়েছে, নারীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং একই সঙ্গে উপার্জন ক্ষমতা তুলনামূলকভাবে কম। আবার জন্মের হার বেশি হওয়ার কারণে তালাকপ্রাপ্ত ও বিধবা এবং নারীপ্রধান পরিবারে মাথাপ্রতি পুষ্টি, সুষম খাদ্য ও আর্থিক সঙ্গতি কম। দারিদ্র্যপীড়িত বিশ্বে উপার্জনক্ষম কোনো পুরুষ নেই এমন পরিবারের সংখ্যা কম নয়, যেমন ভারতে ২০% দারিদ্র্যপীড়িত মানুষ নারীপ্রধান পরিবারে বাস করে। দরিদ্র পরিবারের নারীপ্রধান পরিবার ১৭% কোস্টারিকায় এবং ৪০% কেনিয়ায় বাস করে।

নারী দারিদ্র্যের কারণগুলোর ভেতর একই ধরনের চাকরিতে নারীরা পুরুষদের তুলনায় কম বেতন পায়। ভালো চাকরি নারীদের কপালে কম জোটে। সরকারি চাকরি এবং বেসরকারি খাত ও কোম্পানির চাকরিতে পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের অংশগ্রহণ কম। মনে হয় যেন নারীরা জন্মগ্রহণ করেছে তুলনামূলক কম উৎপাদনশীল খাতে দায়িত্ব পালন ও চাকরি করার জন্য। পুরুষশাসিত সমাজে নারীবিদ্বেষী বৈষম্যের কারণেই সরকারি এবং উপার্জনক্ষম চাকরিতে মহিলাদের কম প্রাধান্য দেয়া হয়। ভালো চাকরি, ব্যবসায়-বাণিজ্য ও আত্মকর্মসংস্থান সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমে মহিলাদের পিছিয়ে থাকতে হয়। বন্ধকি সম্পদ ও প্রশিক্ষণের অভাবে মেয়েরা ঋণ প্রদানকারী সংস্থা থেকে ব্যক্তিমালিকানায় বিনিয়োগ বাবদ যথেষ্ট সাহায্য পায় না। এমনকি স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের রেজিস্ট্রেশন সম্পাদনের মাধ্যমে মালিকানা অর্জন করতে গেলে অনেক সময় মহিলাদের স্বামীসহ যুক্ত স্বাক্ষরের প্রয়োজন হয়। তালাকপ্রাপ্ত বা বিধবা মহিলাদের সংশ্লিষ্ট সহযোগিতা পাওয়ার নিশ্চয়তা থাকে না। ফলে স্থায়ী ও ভালো আয়ের অভাবে দারিদ্র্যপীড়িত নারীদের জীবন অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। বস্তি এলাকায় বসবাসকারী নারীপ্রধান পরিবারের পরিবেশ ও স্বাস্থ্যগতভাবে ভালো থাকার তেমন কোনো সুযোগ থাকে না। স্যানিটেশন, বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদির তেমন কোনো সুব্যবস্থা নেই। ফলে বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যপীড়িত মহিলাদের স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার সম্ভাবনার তুলনায় অসুস্থ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা বেশি। পরবর্তী প্রজন্মকে তারা সুনিশ্চিত ভবিষ্যৎ দিতে পারে না। অর্থের অভাবে পরিবারকে সাহায্য করার জন্য শিশুদের উপার্জনে নামতে হয়। ফলে শিক্ষার অভাবে এবং অজ্ঞতার কারণে শিশুদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। পুরুষশাসিত সমাজে নারীদের, বিশেষ করে বৈষম্যপীড়িত নারীদের সুষম খাদ্যের অভাব, স্বাস্থ্যসেবা ও শিক্ষা প্রশিক্ষণের অভাব। ওয়ারিশ সূত্রে কিছু পেতেও নারীদের বিমুখ হতে হয়। নারী-পুরুষ বৈষম্যের উদাহরণস্বরূপ ভারতে সুষম খাদ্য ও পুষ্টির অভাবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা চারগুণ বেশি বঞ্চিত। গড়পড়তা একটি ছেলেকে যতোবার হাসপাতালে সেবাদান দেয়া হয় তার ৪০ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা ২.৫ ভাগ দেয়া হয় একটি মেয়েকে। ফলে অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েশিশুদের মৃত্যুর আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। মেয়েরা পুরুষদের তুলনায় কম কাজ করে তা কিন্তু নয়। পরিবার ও পরিবার সংশ্লিষ্ট অনেক কাজই মেয়েদের সম্পন্ন করতে হয়, যার বাজারভিত্তিক মূল্যায়ন সম্ভব হয় না এবং যা সামাজিক ও পারিবারিকভাবে স্বীকৃতপ্রাপ্ত নয়। একজন গৃহকর্ত্রীকে দুর্গার মতো দশ হাত দিয়ে কাজ করতে হয়। শুরুতে আমরা বলেছি- 'বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চির কল্যাণকর, অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর' আবার জনসংখ্যার দিক থেকেও পুরুষ ও মহিলার সংখ্যা প্রায় সমান। নারী দারিদ্র্য বিমোচন করে নারীদের উন্নয়নের কথা অবশ্যই ভাবতে হবে- যা ছাড়া কোনো দেশ ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমাদের উৎসাহিত করতে হবে, যাতে নারীরা সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে ভালো চাকরি পায়। সরকারি সেবাখাত যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে নারীদের সমঅধিকারভিত্তিতে অংশগ্রহণ থাকতে হবে। আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির ফলে নারী জাতি, নারীপ্রধান পরিবার এবং নারী ও শিশুদের আর্থিক উন্নতি সাধিত হবে। শিশুদের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সুন্দর ভবিষ্যৎ প্রদান করতে হবে। নারী ও শিশু উন্নয়ন সরকারি ও বেসরকারি খাতে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে নারী ও শিশু কর্মসংস্থান, আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্পগুলোর মধ্যে বন্ধকি বা Collateral ছাড়া গ্রামীণ ব্যাংক পদ্ধতিতে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে ঋণ প্রদানের সুযোগ বৃদ্ধি প্রয়োজন। সবকিছু মিলিয়ে আমরা আশা করবো নারী ও শিশুদের দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামগ্রিকভাবে সামাজিক উন্নয়নসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নতি সাধন করা।

> শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের ব্যাপারে আমাদের উৎসাহিত করতে হবে, যাতে নারীরা সরকারি ও বেসরকারি ক্ষেত্রে ভালো চাকরি পায়। সরকারি সেবা খাত যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থান এবং সামাজিক নিরাপত্তা কার্যক্রমে নারীদের সমঅধিকার ভিত্তিতে অংশগ্রহণ থাকতে হবে।

ড. এম আজিজুর রহমান: কলাম লেখক, ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।